মেহেরপুর বারাদিতে এক ব্যক্তিকে পিটিয়ে আহত করার অভিযোগ

মেহেরপুর সদর উপজেলার বারাদির সিংহাটি গ্রামে আব্দুল্লাহ নামের এক ব্যক্তিকে জমি সংক্রান্ত বিরোধের জেরে পিটিয়ে আহত করার অভিযোগ উঠেছে একই গ্রামের আমিরুল কসাই, আমিরুলের ছেলে শহিদুল ও মেয়ে জামাই সাইদুর রহমান পচার বিরুদ্ধে।

শুক্রবার সকাল ১১টার দিকে সিংহাটি জোলের মাঠে এঘটনা ঘটে। আব্দুল্লাহ একই গ্রামের খাইরুল বাশারের ছেলে। আব্দুল্লাহ বর্তমানে মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আছেন।

জানাগেছে, সিংহাটি জোলের মাঠে গত ৬-৭ মাস আগে আব্দুল্লাহ একই এলাকার মৃত বদরমালের মেয়ে ভানু খাতুনের জমি ক্রয় করে। জমিটি আমিরুলের জমির পাশাপাশি হওয়ায় পূর্বে থেকেই ওই জমিতে নজর ছিলো আমিরুলের। আব্দুল্লাহ ওই জমি ক্রয় করার পর থেকেই আমিরুল আব্দুল্লাহর উপর ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। যার জের ধরে আমিরুল প্রায়ই জমি ছেড়ে দিতে আব্দুল্লাহকে হুমকি দিতে থাকে। জমির অংশীদার বা শরীক না হয়েও জমি নিয়ে আদালতে একটি মামলাও করেন আমিরুল। সেই সূত্র ধরেই শুক্রবার সকাল ১১টার দিকে আব্দুল্লাহকে পিটিয়ে আহত করে আমিরুল, শহিদুল ও সাইদুর রহমান পচা।

এবিষয়ে আব্দুল্লাহ বলেন, শুক্রবার সকালে আমি আমার জমিতে বিষ দিচ্ছিলাম এমন সময় আমিরুল, আমিরুলের স্ত্রী ও তার ছেলে শহিদুল দেশীয় অস্ত্র নিয়ে মাঠে আসে। এসে আমাকে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ ও হুমকি দিতে থাকে। আমিরুল আমাকে জমি ছেড়ে দেওয়ার কথা বলে। জমি ছেড়ে না দিলে সে আমাকে মেরে ফেলবে বলেও হুমকি দেয়। এক পর্যায়ে শহিদুল তার দুলাভাই সাইদুর রহমান পচাকে ডেকে নিয়ে আসে। পচা এসেই আমাকে বলে তুই এই জমিতে এসেছিস কেন। এই জমি এখন আমাদের। তখন আমি পচাকে বলি জমি কার সেটা কাগজে বলবে। তুই অন্য পাড়ার লোক তুই কথা বলিস না। যা কথা হবে তোর শশুরের সাথে। এক কথা বলতেই তারা আমাকে মারধর শুরু করে। খবর পেয়ে আমার আত্মীয় স্বজনেরা আসলে তারা পালিয়ে যায়। আমিরুলের এক মামাতো ভাই পুলিশ কনেস্টেবল। সে মেহেরপুর থানায় চাকরিরত আছে। তাকে দিয়েও বিনা কারণে আমাকে হয়রানি করেছে।

ওই কনেস্টেবল দুইবার এসে আমাকে জমি ছেড়ে দিতে হুমকি দিয়ে গেছে। কথায় কথায় ওই কনেস্টেবলের জোরে হামলা মামলার ভয় দেখায়।

এবিষয়ে শহিদুল বলেন, ওই জমি নিয়ে মামলা চলছে। মামলা মিমাংসা না হওয়া পর্যন্ত জমিতে যে যেখানে আছে সেখানেই চাষ করবে। আজকে সে আমাদের অংশের জমিতে বিষ দিচ্ছিলো। আমি আমার আব্বা ও দুলাভাই তাকে বিষ দিতে নিষেধ করি। একপর্যায়ে আমার দুলাভাইয়ের সাথে একটু ধাক্কাধাক্কি হয়েছে। তাকে মেরে আহত করার কথা সম্পূর্ণ মিথ্যা।

এ ঘটনায় মামলার প্রস্তুতি চলছে বলে জানান আব্দুল্লাহর পরিবারের লোকজন।

দামুড়হুদা মডেল সরকারি পাইলট হাই স্কুলের শিক্ষকের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ

দামুড়হুদা মডেল পাইলট সরকারি হাই স্কুলের সাবেক প্রধান শিক্ষক মরহুম হেলাল উদ্দিন মেজো ছেলে ঢাকাস্থ ইব্রাহিম কার্ডিয়াক হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় হৃদক্রীয়া বন্ধ হয়ে গত বুধবার সকলে মৃত্যু বরন করেছেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)।

মৃত্যু কালে তার বয়স িহেয়ছিলো ৫৬ বছর। তিনি দামুড়হুদা মডেল সরকারি পাইলট হাই স্কুলের সহকারী শিক্ষক হিসেবে কর্মরত ছিলেন। মৃত্যু কালে তিনি এক কন্যা সন্তান স্ত্রী সহ গুণগ্রাহী রেখে গেছেন। তিনি ১৯৬৫ সালের ৫ জুলাই সম্ভান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন।

তার মৃত্যুতে গভীর সমবেদনা সহ শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানিয়েছেন বিদ্যালয় পরিচালনা পরিষদ। কেন্দ্রীয় বিএনপির উপ- কোষাধ্যক্ষ, জেলা বিএনপির আহ্বায়ক ও রাইজিং গ্রুপের চেয়ারম্যান মাহামুদ হাসান খান বাবু, উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি সিরাজুল আলম ঝন্টু, বিদ্যালয় পরিচালনা পরিষদের সাবেক সভাপতি

এ্যাড.আঃ কুদ্দুস, শফিকুল কবীর ইউসুফ,দামুড়হুদা সদরে চেয়ারম্যান শরিফুল আলম মিল্টন, উপজেলা শ্রমিক লীগের সভাপতি হাজী আব্দুল কাদির, যুবলীগের সাধারণ সম্পাদক হয়রত আলী, উপজেলা বিএনপির সাবেক সভাপতি মনিরুজ্জামান মনির,উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক রফিকুল হাসান তনু বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-শিক্ষকা,ছাত্র-ছাত্রী, সামাজিক সংগঠন,ওরা বন্ধু সংঘ’, রাকিব ফাউন্ডেশন সহ বিভিন্ন রাজনৈতিক ব্যাক্তিবর্গ। গতকল সকাল ১০ টায় দামুড়হুদা ডি এস দাখিল মাদ্রাসা সংলগ্ন মাঠে মরহুমের জানাজা শেষে স্থানীয় কবরস্থানে দাফন সম্পন্ন করা হয়েছে।

কোটচাঁদপুরে তথ্য আপার উঠান বৈঠক অনুষ্ঠিত

ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুরে তথ্য আপার উঠান বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। মঙ্গলবার বিকালে উপজেলা তথ্য কেন্দ্রের আয়োজনে এলাঙ্গী ইউনিয়নের বাগডাঙ্গা গ্রামে এই উঠান বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।

উঠান বৈঠকে নারীর ক্ষমতায়ন, তথ্য কেন্দ্রের কার্যক্রম অর্থনৈতিক অগ্রগতিতে নারীর ভূমিকা, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, করোনা প্রতিরোধে করণীয় এবং জাতীয় মহিলা সংস্থার আওতায় ‘তথ্য আপা’ প্রকল্পের ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে তথ্য যোগাযোগা প্রযুক্তির মাধ্যমে মহিলাদের ক্ষমতায়ন ও বাস্তবায়ন ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করা হয়।

উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোঃ দেলোয়ার হোসেনের সভাপতিত্বে বৈঠকে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন, উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান শরিফুন্নেছা মিকি। এসময় উপস্থিত ছিলেন, উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান রিয়াজ হোসেন, উপজেলা তথ্য সেবা কর্মকর্তা তানিয়া সুলতানা, তথ্য সেবা সহকারি মমতাজ খাতুন, শারমিন আক্তার, অফিস সহায়ক আফসানা খাতুন সহ তথ্য কেন্দ্রের সুবিধাভোগী গ্রামীণ প্রান্তিক নারীরা।

গাংনীতে পিকআপ চাপায় বৃদ্ধের মৃত্যু

গরুর রসি ধরে রাস্তা পার হচ্ছিলেন বৃদ্ধ আব্দুর রহমান (৮০)। রাস্তার উপরে উঠে গরু দৌড়াতে থাকে। সামলাতে না পেরে আব্দুর রহমান পড়েন পণ্যবোঝাই পিকআপ ভ্যানের সামনে। নিমিষেই চাকায় পিষ্ট হয়ে ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় তার।

মঙ্গলবার বিকেলের মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার হেমায়েতপুর গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। পরে চালক ও হেলপারকে আটক করা হয় এবং পিকআপটিকে পুলিশ হেফাজতে নেয়া হয়েছে। নিহত আব্দুর রহমান হেমায়েতপুর গ্রামের মৃত তাহের আলী মন্ডলের ছেলে।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানায়, গাংনী-হাটবোয়ালিয়া সড়কের পাশেই আব্দুর রহমানের বাড়ি। প্রতিদিনের ন্যায় তিনি মঙ্গলবার বিকেলে গরুটি নিয়ে রাস্তা পার হচ্ছিলেন। এসময় গরু দৌড় দিলে আব্দুর রহমান সামলাতে ব্যর্থ হন। গরু রসি ধরে তিনিও দৌড়াতে থাকেন। এক পর্যায়ে হাটবোয়ালিয়া থেকে গাংনী গামী গ্যাস সিলিন্ডার বোঝাই একটি পিকআপ ভ্যানের সামনে পড়ে। চালক গাড়ী ব্রেক করলেও তাতে কাজ হয়নি। চাকায় পিষ্ট হয়ে ঘটনাস্থলেই আব্দুর রহমানের মৃত্যু হয়।

এদিকে খবর পেয়ে স্থানীয় পুলিশ ক্যাম্প সদস্যরা পিকআপ ভ্যানটি হেফাজতে নেয়। পিকআপ চালক মেহেরপুরের গোভীপুর গ্রামের সুমন আলী ও হেলপার আলমপুর গ্রামের আল মামুনকে আটক করেছে পুলিশ। পিকআপ ভ্যানটি মেহেরপুরের সনোল্যাবের। গাংনী থানার ওসি জানান, মরদেহ, পিকআপভ্যান ও চালক-হেলপার পুলিশ হেফাজতে রয়েছে।

আলমডাঙ্গায় দুই বন্ধু সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত, পাশাপাশি দাফন

দুই বন্ধু প্রাইভেট পড়ার নামে বাড়ি থেকে বের হয়ে লাশ হয়ে ফিরলো বাড়িতে। সোমবার সকাল ১১ টার দিকে চুয়াডাঙ্গার ঘোড়ামারা ব্রিজের নিকট মোটরসাইকেল-আলমসাধুর সংঘর্ষে দুইজন নিহত হয়। এতে আহত হয় আরো ৩ জন। আহতদের উদ্ধার করে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। নিহত দুই স্কুল ছাত্র নতিডাঙ্গা গ্রামের বাসিন্দা।

দুই স্কুল ছাত্রের মৃত্যুর খবরে এলাকাজুড়ে শোকের ছায়া নেমে আসে। কান্নার আহাজারিতে ভারি হয়ে যায় বাতাস। মোটরসাইকেল দুর্ঘটনায় নিহত দুই বন্ধু সজিব ও মারুফকে পাশাপাশি দাফন করা হয়েছে। সোমবার রাত ৮টার দিকে উপজেলার নতিডাঙ্গা দক্ষিণপাড়া কবরস্থানে তাদের দাফন করা হয়।

জানাগেছে, আলমডাঙ্গা উপজেলার বাড়াদি ইউনিয়নের নতিডাঙ্গা গ্রামের আকুব্বারের ছেলে মারুফ ও একই গ্রামের শরিফুল ইসলামের ছেলে সজিব। দুজনই দশম শ্রেণীর ছাত্র ও এসএসসি পরিক্ষার্থী।

সোমবার সকালে দুজন বাড়ি থেকে বের হয় প্রাইভেট পড়ার জন্য। কিন্তু তারা দুজনে মোটরসাইকেল যোগে চুয়াডাঙ্গায় মোবাইল সার্ভিসিং করতে যায়। এসময় ঘোড়ামারা ব্রিজের নিকট পৌছালে বিপরীত দিক থেকে আসা দ্রুত গতির আলমসাধু ও মোটরসাইকেল আসায় তারা নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে আলমসাধু গাড়ির মুখোমুখি ধাক্কা মারে। এতে গুরুত্বর আহত হয় শরিফুল ও সজিব।

আহত হয় জেহালা গ্রামের মৃত ঠান্ডু রহমানের ছেলে আলমসাধু চালক আজমদ্দীন কেসলু, আঠারখাদা গ্রামের বিজয় কুমারের ছেলে তপন কুমার ও সদর উপজেলার কুঁকিয়া চাঁদপুর গ্রামের কুরবান আলীর ছেলে শাহীন। তাদের উদ্ধার করে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে নিলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাদের দুই বন্ধুকে মৃত ঘোষণা করে।

প্রত্যক্ষদর্শী ও স্থানীয়রা জানায়, সোমবার বেলা সাড়ে ১১টার দিকে ঘোড়ামারা ব্রিজের অদূরে পটলার পীরের মাজার এলাকায় দুই মোটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এতে রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে থাকা একটি নছিমনকে ধাক্কা দেয় দুর্ঘটনাকবলিত দুটি মোটরসাইকেল। এ দুর্ঘটনায় তিনটি যানের পাঁচ যাত্রীকে উদ্ধার করে চুয়াডাঙ্গা সদর

হাসপাতালের জরুরি বিভাগে পাঠানো হয়। হাসপাতালে নিলে দুজনের মৃত্যু হয়।

নতিডাঙ্গা ১ নম্বর ওয়ার্ডের মেম্বার ওবাইদুর রহমান জানান, ময়নাতদন্ত ছাড়াই বিকেলে লাশবাহী গাড়িতে দুজনের মরদেহ নিজ গ্রাম নতিডাঙ্গাতে পৌঁছালে এলাকায় শোকের ছায়া নেমে আসে। তিন ভাইয়ের মধ্যে মারুফ ছোট এবং দুই ভাইয়ের মধ্যে সজিব ছোট। সন্তানদের হারিয়ে তাদের বাবা-মা যেন পাগল প্রায়। বার বার মূর্ছা যাচ্ছেন তারা। তারা দুজনই সপ্তগ্রাম মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের দশম শ্রেণির ছাত্র ছিল।

চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালের সার্জারি কনসালটেন্ট ডা. এহসানুল হক তন্ময় বলেন, হাসপাতালে আনার পর জরুরি বিভাগে একজনের মৃত্যু হয়। পরে ওয়ার্ডে চিকিৎসাধীন অবস্থায় আরেকজনের মৃত্যু হয়। আহত তিনজন এখনও শঙ্কামুক্ত নয়।
চুয়াডাঙ্গা সদর থানার ওসি মোহাম্মদ মহসীন বলেন, দুর্ঘটনাকবলিত তিনটি যানবাহন পুলিশি হেফাজতে রয়েছে। অভিযোগ না থাকায় মরদেহ সুতরহাল শেষে বিকেলে দুই পরিবারের নিকট হস্তান্তর করা হয়েছে। এ ঘটনায় অপমৃত্যু মামলা হয়েছে।

মুজিবনগরে বিট করে রেসিং এর বলি হলেন চাঁদ মিয়া

বিট করে মুজিবনগরে রেস দিতে এসে রেসিং এর বলি হলে চাঁদ মিয়া(২৫)। একই সাথে আহত হয়েছেন চাঁদ মিয়ার বাইকের পিছনে বসে থাকা রিজো। সোমবার সন্ধ্যা রাতে মুজিবনগরে এ মর্মান্তিক দূর্ঘটনা ঘটে। নিহত চাঁদ মিয়া মেহেরপুর সদর উপজেলার রাধাকান্তপুর গ্রামের আশাদুল মিয়ার ছেলে ও আহত রিজো একই গ্রামের মুসা করিমের ছেলে।

নিহতের পরিবার সূত্রে জানা গেছে, ফারসি নামের এক ব্যাক্তি হচ্ছেন রেসিং খেলার লিডার। তার সাথে সন্ধ্যায় চাঁদ মিয়ার বিট হয়। এবং সেখানে বলা হয় ৩ টা মটরসাইকেল নিয়ে মুজিবনগরে রেস দিতে হবে। যে সর্বপ্রথম মুজিবনগর গেটে পৌছাতে পারবে তাকে ৫০০ টাকা ও যে ২য়

হবে তাকে ৩০০ টাকা দেয়া হবে এবং যে ৩য় হবে সেই ব্যাক্তি প্রথম দুইজনকে টাকা দিবে।

এমন বিটের কারনে চাঁদ মিয়া রেসিং শুরু করে। রেসিং চলাকালীন সময়ে চাঁদ মিয়া মুজিবনগর গেটের কাছে পৌছালে তার বাইক কন্ট্রল করতে না পেরে সরাসরি মুজিবনগর কমপ্লেক্স গেটের সাথে ধাক্কা খায় এবং সাথে সাথে মাটিয়ে লুটিয়ে পড়ে।

পরে স্থানীয়রা তাকে মুজিবনগর স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে আসলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষনা করেন। সাথে আহত রিজোকে মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে রেফার্ড করেন।

মুজিবনগর থানা অফিসার ইনচার্জ আব্দুল হাশেম জানান, চাঁদ মিয়া ও রিজো রাধাকান্তপুর গ্রাম থেকে একটি ডিসকোভারি মোটরবাইক নিয়ে দ্রুত গতিতে মুজিবনগরের দিকে যাচ্ছিলো। তবে মুজিবনগর গেটের কাছে পৌছালে গাড়ি কন্ট্রল করতে না পেরে সরাসরি কমপ্লেক্স গেটের সাথে ধাক্ষা খেয়ে মাটিতে পড়ে তার মৃত্যু হয়।

এদিকে নিহতের ব্যাক্তির পরিবারের পক্ষ থেকে কারও কোন অভিযোগ না থাকায় ময়নাতদন্ত ছাড়ায় লাশ পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়।

চুয়াডাঙ্গায় ফুটবল ও ভলিবল টুর্নামেন্টের পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠিত

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে ও স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী উপলক্ষে আয়োজিত ফুটবল ও ভলিবল টুর্ণামেন্টের সমাপনী ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠিত হয়েছে।

সোমবার বেলা সাড়ে চারটার সময় চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসন ও মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, চুয়াডাঙ্গা কর্তৃক পুরাতন স্টেডিয়াম, আয়োজিত জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এঁর জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত ফুটবল টুর্নামেন্ট এবং

স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষে আয়োজিত ভলিবল টুর্নামেন্টের সমাপনী ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠিত হয় ।

চুয়াডাঙ্গা অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক(সার্বিক) সাজিয়া আফরিন এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসক মোঃ নজরুল ইসলাম সরকার।এ সময় প্রধান অতিথি বক্তব্য তিনি বলেন, শরীরকে সুস্থ সবল রাখতে খেলাধুলার কোন বিকল্প নেই। সেই সাথে মাদক এবং যেকোনো ধরনের অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড থেকে নিজেকে রক্ষা করতে অবশ্যই নিয়মিত শরীরচর্চা এবং খেলাধুলার প্রতি মনোযোগী হতে হবে।

পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা পৌরসভার মেয়র মোঃ জাহাঙ্গীর আলম মালিক, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মোঃ আবু তারেক,মাদক দ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের চুয়াডাঙ্গার সহকারী পরিচালক শরিয়ত উল্লাহ, সহকারী কমিশনার ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মোঃ হাবিবুর রহমান, মোঃ জাকির হোসেন সহ চুয়াডাঙ্গা জেলা ক্রীড়া সংস্থার নেতৃবৃন্দ।

চুয়াডাঙ্গায় মোটরসাইকেল ত্রিমুখী সংঘর্ষ নিহত -২

চুয়াডাঙ্গা জেলা বাসী আবারো দেখলো মর্মান্তিক একটি সড়ক দুর্ঘটনা প্রাণ গেল দুই যুবকের। চুয়াডাঙ্গায় তিন মোটরসাইকেলের ত্রিমুখী সংঘর্ষে দুই যুবক নিহত হয়েছেন। আহত হয়েছেন আরও তিনজন। চুয়াডাঙ্গা পৌর এলাকার হাজরাহাটি মোড়ে সোমবার বেলা সাড়ে এগারোটার দিকে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

দুর্ঘটনায় নিহতরা হলেন আলমডাঙ্গা উপজেলার নতিডাঙ্গা ঈদগাপাড়ার মারুফ হোসেন ও একই গ্রামের সজিব হোসেন। তারা দুজনেই নতিডাঙ্গা সপ্তগ্রাম মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের দশম শ্রেণির ছাত্র।

আহতরা হলেন আলমডাঙ্গা উপজেলার আঠারোখাদা গ্রামের তপন, একই উপজেলার আলমসাধুর চালক জেহালা গ্রামের আজিম উদ্দিন ও সদর উপজেলার

কুকিয়া চাঁদপুর গ্রামের শাহিন আলী।

পরিবারের সদস্যরা জানান, সজীব তার বন্ধু মারুফকে নিয়ে মোটরসাইকেলে করে চুয়াডাঙ্গার দিকে যাচ্ছিল। তপনও যাচ্ছিল চুয়াডাঙ্গা শহরের দিকে। শাহিনও তার মোটরসাইকেলে করে যাচ্ছিলেন আলমডাঙ্গার দিকে। হাজরাহাটি মোড়ে পৌঁছালে তাদের সংঘর্ষ হয়।

চুয়াডাঙ্গা সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ মহসীন জানান, সোমবার বেলা সাড়ে এগারোটার দিকে চুয়াডাঙ্গা পৌর এলাকার হাজরাহাটি মোড়ে তিনটি মোটরসাইকেলের ত্রিমুখী সংঘর্ষ হয়। তার মধ্যে একটি মোটরসাইকেল দাঁড়িয়ে থাকা আলমসাধুকে ধাক্কা দেয়। এতে ওই মোটরসাইকেলের চালক ও আলমসাধুর যাত্রীসহ পাঁচজন গুরুতর আহত হন। তাদের উদ্ধার করে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে নিলে মারা যান এক মোটরসাইকেলচালক। পরে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান আলমসাধুর এক যাত্রী।

চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালের জরুরি বিভাগের চিকিৎসক উৎপলা বিশ্বাস জানান, হাসপাতালে নেয়ার আগেই মারা যান একজন। কিছুক্ষণ পর আরও একজনের মৃত্যু হয়। আহত তিনজনকে প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়ে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। আহতদের অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে জানান এই চিকিৎসক।

ওসি মহসীন জানান, মরদেহগুলো সদর হাসপাতাল মর্গে রাখা হয়েছে। ওই ঘটনায় আইনগত বিষয়গুলো প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

জীবননগরে শিক্ষার্থীদের মানববন্ধন

জীবননগরে ৭০ভাগ সিলেবাস কমিয়ে ৩০ ভাগ করার দাবিতে এস,এস সি ২০২২ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থীরা মানববন্ধন ও প্রতিবাদ সভা করেছে।

সোমবার সকাল সাড়ে ১০টার সময় এস,এস,সি ২০২২ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থীদের আয়োজনে জীবননগর শহরের মেইন বাসষ্ঠ্রান্ড চত্বরে এ মানববন্ধন ও প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয়।জীবননগর শাপলা কলি আদর্শ

মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের দশম শ্রেনীর ছাত্র শুভর সভাপতিত্বে প্রতিবাদ সভায় বক্তব্য রাখেন,দশম শ্রেনীর শিক্ষার্থী শাকিব,ইয়াছিন,ইমরান,কান্তা,মিতু,অহনা প্রমুখ।এ সময় শিক্ষাথীরা বলেন,এস.এস সি ২০২১ সালে ১৫মাস ক্লাস হয়েও যেখানে ৩০ভাগ সিলেবাসের উপর পরীক্ষা হচ্ছে,সেখানে এস.এস সি ২০২২ সালে মাত্র ৪মাস ক্লাস হয়ে ৭০ভাগ সিলেবাসের উপর পরীক্ষা হবে এই সিলেবাস পরিবর্তন করতে হবে এবং ৩০ভাগ করতে হবে।

এদিকে মানববন্ধন ও প্রতিবাদ সভাকে কেন্দ্র করে জীবননগর শহরে সাময়িক ভাবে যানচলাচল বন্ধ হয়ে যায়। অবশেষে উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোঃ আরিফুল ইসলাম ও জীবননগর থানার ওসি (অপারেশন) সুখেন্দু বসুসহ পুলিশ সদস্যরা ঘটনা স্থানে এসে শিক্ষার্থীদের সাথে কথা বলে যানচলাচল স্বাভাবিক করেন।

কোটচাঁদপুরে জানাযা পড়াকে কেন্দ্র করে ইমামকে মারধর,এলাকায় উত্তেজনা

ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুর পৌর শহরের দুধসারা গ্রামে গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মহত্যা করা শিশুর জানাযা নামাজ পড়াকে কেন্দ্র করে ইমামকে মারধরের ঘটনা ঘটেছে। এ ঘটনায় সাধারণ মুসল্লিদের বিক্ষোভে এলাকায় উত্তেজনা বিরাজ করছে।

শনিবার সন্ধ্যা সাড়ে ৭ টার দিকে দুধসারা হটাত পাড়া এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। এ খবর লেখা পর্যন্ত পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রনে আনার চেষ্টা করছে।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, শুক্রবার বিকালে দুধসারা হটাত পাড়ার সাইফুল ইসলামের মেয়ে বিথি খাতুন (১১) মায়ের ওপর অভিমান করে গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মহত্যা করে। শনিবার ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালে শিশুটির ময়না তদন্ত হয়। সন্ধ্যায় দুধসারা জামে মসজিদের ইমাম মাওলানা নজির আহম্মেদকে জানাযা পড়াতে বলেন মৃতের পরিবার। হুজুর ওই এলাকার

মসজিদের ইমাম আছে জানিয়ে বলেন, নামাজ পড়ানোর অধিকার ওই ইমামের। তিনি যদি পড়াতে না পারেন, তাহলে আমার নিকট আসবেন। এতে মৃতের পরিবারের লোকজন ইমামের ওপর ক্ষিপ্ত হয়।

সন্ধ্যা সাড়ে ৭ টার দিকে ইমাম মসজিদে যাবার পথে দুধসারা গ্রামের আরাফাতের ছেলে জহির (৩০), মৃত আব্দুল মালেকের ছেলে সোহেল (২৬) সহ অজ্ঞাত ৫/ জন যুবক ইমাম নজির আহম্মেদ কে লাঠি দিয়ে এলোপাতাড়ি মারধর করে। খবর পেয়ে সাধারণ মুসল্লিরা ইমামের পক্ষে বিক্ষোভ করে ওই এলাকায় জড়ো হতে থাকে। এ ঘটনায় এলাকায় উত্তেজনা দেখা দেয়। আহত ইমাম নজির আহম্মেদকে স্থানীয় একটি ক্লিনিকে প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়া হয়েছে। তিনি শহরের বেনেপাড়ার মুনছুর আহম্মেদের ছেলে। দীর্ঘ ২২ বছর যাবত দুধসারা জামে মসজিদের ইমামের দায়িত্ব পালন করছেন।

কোটচাঁদপুর থানার অফিসার ইনচার্জ মঈন উদ্দিন বলেন, জানাযা পড়াকে কেন্দ্র করে একটু ভুল বুঝাবুঝি হয়েছিল। এ নিয়ে অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটার কথা না। আমি ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠিয়েছি।